MAR. 1 3 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

পাবলিক পরীক্ষায় যেভাবে গ্রেড নির্ধারিত হইবে

সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিতব্য স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইবে। নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষায় **(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)**

পাবলিক পরীক্ষায়

(প্রথম পৃঃ পর)

উত্তীর্ণের কোন বিভাগ উল্লেখ থাকিবে না। শুধু প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের (জিপি) ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) উল্লেখ থাকিবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক এবং মেধা তালিকা উল্লেখ থাকিবে না। পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে 'এফ' গ্রেড না পাইলে এবং তার জিপিএ ন্যূনতম ১'০ (এক) হইলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

একটি বিষয়ে 'এফ' গ্রেড প্রাপ্ত
র্থীর জিপিএ ১'৫ কিংবা তাহার অধিক
তিনি পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে
ভাবে ভর্তির যোগ্য হইবেন। তবে
ার্য বিষয়ে পরবর্তীতে উত্তীর্ণ হইতে ব্যর্থ
উচ্চতর শ্রেণীতে তাহার সাময়িক ভর্তি
হইয়া যাইবে।
রীক্ষার্থী কোন একটি বিষয়ে 'এফ' গ্রেড
ইলে তাহাকে অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই
টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া তাহাতে জিপি
ম ১'০ (এক) পাইতে হইবে। পরবর্তীতে
বিষয়ের জিপি পরবর্তী বছরে উত্তীর্ণ
মূহের সংরক্ষিত জিপি-এর সহিত যোগ
পরীক্ষার্থীর জিপিএ নির্ণয় করা হইবে।
এই ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে
াবে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে।
পরীক্ষার্থী নিজের প্রাপ্ত মান উন্নয়নের
অব্যাহত পরবর্তী বছরেই পরীক্ষা দিতে
ব। পরীক্ষার্থীর ফলাফলে উন্নয়ন ঘটিলে
গ্রহণ করা হইবে, অন্যথায় পূর্বের ফল
থাকিবে।
কোন পরীক্ষার্থী এসএসসিতে ন্যূনতম ৪
)টি বিষয় এবং এইচএসসিতে ন্যূনতম ৩
)টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ 'ডি' বা
 গ্রেড পাইলে অনুত্তীর্ণ বাকি বিষয়/
য়সমূহে পরবর্তী বছর পরীক্ষা দিতে
বে। এই সুযোগ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ
পর্যন্ত বহাল থাকিবে। পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ
য়/ বিষয়সমূহের ফল/প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষিত
বে। উল্লেখ্য, একাধিক অংশ সম্বলিত
য়সমূহে (যেমন তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক,
ামূলক, নৈর্ব্যক্তিক) বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম
যায়ী প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথকভাবে
ীর্ণ হইতে হইবে। উত্তীর্ণ সকল অংশে প্রাপ্ত
রের যোগফলের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ
য়ে গ্রেড নির্ধারণ করা হইবে। যে কোন
টি অংশে অনুত্তীর্ণ হইলে ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ
িয়া গণ্য হইবে।
বর্তমান পদ্ধতিতে পূর্বের ন্যায় শিক্ষা
র্ড হইতে মূল সনদপত্র ইস্যু করা হইবে,
ব ইহাতে বিভাগের স্থলে জিপিএ উল্লেখ
কিবে। কোন পরীক্ষার্থী যে কোন এক বিষয়ে
ফ' গ্রেড পাইলে সনদপত্র পাইবে না। তবে
ক্ষাগত মূল্যায়নপত্র (একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট)
ইবে। বর্তমান পদ্ধতিতে প্রচলিত নম্বরপত্র
স্যু করা হইবে না এবং ইহার পরিবর্তে
ল্যায়নপত্র ইস্যু করা হইবে। ইহাতে প্রত্যেক
ষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড, জিপি ও জিপিএ উল্লেখ
কিবে এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত ব্যাপ্তি
ল্লেখ থাকিবে। নূতন পদ্ধতিতে অতিরিক্ত
ষয়ের (৪র্থ বিষয়) প্রাপ্ত নম্বর জিপিএ'র সাথে
যাগ হইবে না। তবে এই অতিরিক্ত বিষয়ের
মও জিপি মূল্যায়নপত্রে লিপিবদ্ধ থাকিবে।
রীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ
রীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে জিপিএ এবং
াকী পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে
এফ' লিখা থাকিবে। টেবুলেশন বইতে সকল
রীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকিবে।

নূতন গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিতব্য পাবলিক পরীক্ষা হইতে এবং এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য পাবলিক পরীক্ষা হইতে পরীক্ষায় পাস-ফেল প্রথা বিলুপ্ত হইবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে লেটার গ্রেডে রূপান্তরের পদ্ধতি হইবে ঃ এ+গ্রেড, প্রাপ্ত নাম্বার ৮০ বা তদূর্ধ্ব, পয়েন্ট-৫; এ গ্রেড, প্রাপ্ত নাম্বার ৬০-৭৯, পয়েন্ট-৪; বি গ্রেড, প্রাপ্ত নাম্বার ৫১-৫৯, পয়েন্ট-৩; সি গ্রেড,